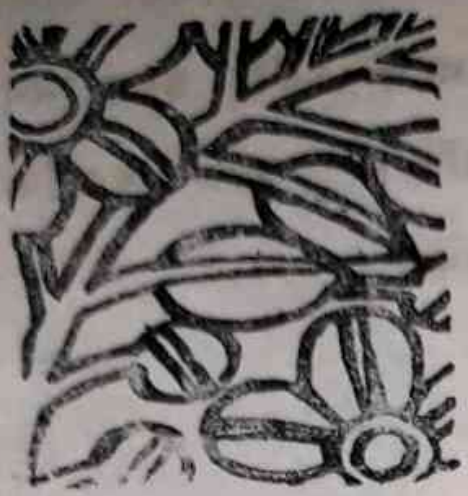

বৃক্ষ কথা

শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য
দশম শ্রেণী

বৃক্ষ আমাদের মাতৃস্বরুপা। মানব সমাজের প্রতি বৃক্ষজগতের অকৃত্রিম দান অনস্বীকার্য্য। বহুদিনের পুরাতন বটবৃক্ষের প্রতিটি কোষিকা যেন সুদূর ইতিহাসের সাক্ষী। নিঃস্বার্থে নির্বিকারে যায়, অম্লজান (অক্সিজেন) পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রামস্থানের সহায় করিয়া যাইতেছে। তাহার শাখা প্রশাখায় বিবিধ বিহঙ্গের বাসস্থান, নিত্যপ্রত্যুষে তাহাদের কুজনে দিক্‌বিদিক্‌ মুখরিত এবং প্রত্যুষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া এক অপূর্ব্ব নৈস্বর্গিক রুপ ধারণ করে। দিবাকরের উজ্জল আলোক রশ্মি পত্রপল্লবের মধ্য হইতে উকিঝুকি মারে।

সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মূল বৃক্ষ। মানবের আঁখি সমূহ সবুজপ্রিয়। কিন্তু স্বার্থান্বেষী কিছু মানব তাহাদের স্বার্থ লাভার্থে বিপুল পরিমাণে বৃক্ষছেদন করিতেছে। বৃক্ষের আর্ত-নাদ যখন একসঙ্গে আমার স্বপ্নচিত্তে আঘাত করে বা আমারই সম্মুখে বৃক্ষছেদন হয়, তথায় আমি কিছু বলিতে অসমর্থ। কিন্তু আমি সেই কথা আপন "ডাইরিতে" লিখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করি :—

একদিন একা একা নিস্তব্ধ এক রাতে
গিয়েছিলাম এক নিস্তব্ধ মাঠে।
চারিদিকে বৃহৎ বৃহৎ আম্রবৃক্ষ,
দেখিলাম জোনাকীর আলোর ঝলকে তৈয়ারী আলো
প্রকৃতির সৌন্দর্য বুঝিলাম সেই রাতে।
তবে কেন মানুষ বৃক্ষ কেন কাটে?
ভাবে তারা বৃক্ষেরদ্বারা হইবে পয়সা জোগার
এত নির্ব্বোধ মানব দেখিনাই আর॥
বৃক্ষেরা ক্রন্দনরত নিস্তব্ধ সেইরাতে
বলে তারা একই কথা—
"জননীকে কি কেউ কাটে?"